তারিখ ... 01 JAN 2015
পৃষ্ঠা - ৪ ... কলাম - ১

ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের সাফল্য

চাই শতভাগ পাস ও মান বৃদ্ধি

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) এবং প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট (পিএসসি) ও সমমান পরীক্ষার্থীরা সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখেছে। জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার্থীদের এবার পাসের হার গত বছরের চেয়ে দশমিক ৪৭ শতাংশ বেড়েছে। তবে এবার সামগ্রিকভাবে জিপিএ ৫ প্রাপ্তির হার কমেছে। এর কারণ হিসেবে এবারই প্রথম গণিতে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র চালুকে দায়ী করা হচ্ছে। স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের পড়া এবং ব্যবহারিক বিষয়ে মানসম্পন্ন জ্ঞান ও দক্ষতা যাতে অর্জন সম্ভব হয় সেদিকে দৃষ্টি দিলে সামগ্রিক শিক্ষার মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিপিএ ৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। এবার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রথম দিন থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। এর বিরূপ প্রভাব পড়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনে। এ কারণেই কি এবার পিএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ ৫ প্রাপ্তির সংখ্যা গতবারের চেয়ে কমে গেছে? ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের অসদুপায় অবলম্বনের মতো ঘটনা না ঘটতে পারে সে ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বোর্ড এবং জেলা প্রশাসনকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। কোমলমতি শিশুদের মধ্যে অসদুপায় অবলম্বনের মতো ক্ষতিকর মানসিকতা যদি এভাবে মান্যতা পেয়ে যায়, তাহলে পাসের হার বৃদ্ধি পেলেও উন্নত জাতি গঠনে আমরা পিছিয়ে পড়ব। আশার কথা, আগামী জেএসসি, জেডিসি ও পিএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষার দিন সকালে জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে পরীক্ষার হলগুলোতে বিতরণ করার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। তদুপরি শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী আশা করা যায় যে স্কুলে আসা, সিলেবাস ও পাঠদান পদ্ধতি উন্নত করা হবে। ফলে সামগ্রিক শিক্ষার মানেও উন্নতি ঘটবে। এবার ছাত্রীদের পাসের হার ছাত্রদের থেকে বেশি। এটা সমাজের অগ্রগতির পক্ষে আশাব্যঞ্জক খবর। শতভাগ পাস করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বেড়েছে। তবে, ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার বিষয়টিকে বেসরকারি কিছু উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে সরকারকেও সব নাগরিকের শিক্ষার অধিকারের সঙ্গে যুক্ত করে ভাবতে হবে। শিশুদের সুস্বাস্থ্য ও উন্নত মানসিকতা গঠনেও নজর দিতে হবে।